পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলীআনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ২৪শ সংখ্যা

১৬ই বৈশাখ ১৩৮৯ বাংলা ॥ ৩০শে এপ্রিল ১৯৮৩ ইং ॥ ১৬ই রজব ১৪০৩ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩০শে এপ্রিল ১৯৮৩ | ৩৬শ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আল-আনআম (৭ম পারা, ৫ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'মজলিসের আদব ও সাথীর হক''	অনুবাদ : এ, এইচ. এম. আ'লী আনোয়ার	৩
* অমৃত বাণী : ''জগতের জন্য পুণ্য ও সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন''	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : জনাব নযিব আহ্‌মদ ভুইয়া	৪
* হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী—(২১)	মূল : হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ (রাঃ) অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান	৬
* জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজির আহ্‌মদ ভুইয়া	৯
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২০

দোওয়ার আবেদন

বিগত ২৯শে এপ্রিল রোজ শুক্রবার মোহ্‌তারম আমীর সাহেবের বাম চোখের ক্যাটা-রেক্‌টের অপারেশন আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সাফল্যজনকভাবে হইয়াছে। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে দ্রুত সুস্থতার দিকে অগ্রসর রহিয়াছেন। আল-হামমুলিল্লাহ্। তাঁর পুর্ণ আরোগ্য এবং কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ২৪শ সংখ্যা

১৬ই বৈশাখ ১৩৯০ বাংলা : ৩০শে এপ্রিল ১৯৮৩ ইং : ৩০শে শাহাদত ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা আল-আনআম

[ইহা মক্কী সুরা বিসমিল্লাহ্ সহ ইহার ১৬৬ আয়াত ও ২০ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম পারা **৫ম রুকু**

৪৩। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্ববর্তী জাতিগণের নিকট (রসুল) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে (অর্থাৎ অস্বীকারকারীগণকে তাহাদের দুষ্কৃতির জন্য) মালি এবং শারীরিক কষ্টে ফেলিয়াছিলাম যেন তাহারা নম্র হইয়া যায়।

৪৪। অতএব কেন এইরূপ হইল না যে যখন তাহারা আমাদের আযাবে পড়িল তখন তাহারা কেন নম্র হইল না বরং তাহাদের অন্তর আরো কঠিন হইয়া গেল, এবং তাহারা যাহা করিত শয়তান উহা তাহাদিগকে সুন্দর করিয়া দেখাইল।

৪৫। অতঃপর যখন তাহারা উহা ভুলিয়া গেল যাহা তাহাদিগকে স্মরণ করানো হইত তখন আমরা তাহাদের উপর সকল বিষয়ের দোয়ার খুলিয়া দিলাম এমন কি তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, উহাতে যখন তাহারা আনন্দে উৎফুল্লাহ হইল তখন আমরা হঠাৎ তাহাদিগকে আযাবে ফেলিয়া দিলাম তখন দেখ!! তাহারা একেবারে নিরাশ হইয়া গেল।

৪৬। অতএব যে জাতি যুলুম করিয়াছিল, তাহাদের শিকড় কাটিয়া দেওয়া হইল, এবং (সাব্যস্ত হইল যে) সকল প্রশংসার হকদার কেবল আল্লাহ্, যিনি সকল জগতের রব্ব।

৪৭। তুমি বল, তোমরা ঠিক করিয়া বল, যদি আল্লাহ্ তোমাদের শ্রবন শক্তি ও দৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেন এবং তোমাদের উপর মোহর মারিয়া দেন তবে আল্লাহ্ ছাড়া কোন্ মা'বুদ আছে যে তোমাদিগকে উহা (অর্থাৎ তোমাদের হারানো বস্তুগুলি তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিবে ; দেখ, আমরা কিরূপে আয়াত সমূহকে বার বার (বিভিন্ন ধারায়) বর্ণনা করি, কিন্তু তবুও তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

৪৮। তুমি বল, তোমরা আবার ঠিক করিয়া বল, যদি আল্লাহ্র আযাব তোমাদের উপর

হঠাৎ অথবা প্রকাশ্য ভাবে আসে তখন যালেম জাতি ছাড়া কি অন্য কেহ ধ্বংস হইবে ?

৪৯। এবং আমরা রসুলগণকে শুধু সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়া থাকি, সুতরাং যাহারা ঈমান আনিবে এবং নিজেদের সংশোধন করিবে, তাহাদের উপর (ভবিষ্যতের) কোন ভয় নাই, এবং তাহারা (অতীতের জন্য) দুঃখিত হইবে না,

৫০। এবং যাহারা আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছে তাহাদিগকে আযাব স্পর্শ করিবে যেহেতু তাহারা নাফরমানি করিত।

৫১। তুমি বল, আমি তোমাদিগকে ইহা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন ভাণ্ডার সমূহ আছে এবং না আমি (দাবী করি যে) গায়েব জানি এবং না আমি (দাবী করি যে আমি) ফেরেশতা, আমি শুধু উহারই অনুসরণ করি, যাহা আমার প্রতি ওহী করা হয়, তুমি বল, অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান হইতে পারে ? তোমরা কি চিন্তা কর না।

৬ষ্ট রুকু

৫২। এবং তুমি ইহা (অর্থাৎ কোরআন) দ্বারা সেই সকল লোককে, যাহারা ভয় করে, যে তাহাদিগকে তাহাদের রবের সম্মুখে সমবেত করা হইবে, (এমতাবস্থায় যে) তখন তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন সাহায্যকারী হবে না এবং না কোন সুপারিশকারীও হইবে, সতর্ক কর যেন তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

৫৩। এবং তুমি (ঐ সকল লোককে তাড়াইওনা যাহারা নিজেদের রব্বকে তাঁহার সুনযর লাভের জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে, তোমার উপর তাহাদের হিসাবের কোন দায়ীত্ব নাই এবং তোমার হিসাবেরও কোন দায়ীত্ব তাহাদের উপর নাই, অতএব যদি তুমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দাও তাহা হইলে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫৪। এবং এইরূপে আমরা তাহাদের কতকজনকে কতকজনের দ্বারা পরীক্ষা করি, যেন যাহারা পরীক্ষায় পড়িয়াছে তাহারা বলে যে, আল্লাহ্‌ কি আমাদের মধ্য হইতে এই (নীচ) লোকদের প্রতিই অনুগ্রহ করিলেন ? (হাঁ, ঠিক) আল্লাহ্‌ কি কৃতজ্ঞ পরায়ণ লোকগণকে সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন না ?

৫৫। এবং যখন ঐ সকল লোক তোমার নিকট আসে, যাহারা আমাদের আয়াত সমূহের উপর ঈমান আনে, এখন (তাহাদিগকে) তুমি বল, তোমাদিগের উপর চিরকাল শান্তি হউক। (তোমাদের জন্য) নিজের উপর রহমতকে ফরয করিয়া লইয়াছেন, (এইরূপে যে) তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজ্ঞতায় মন্দ কাজ করিবে এবং সে উহার পরে তওবা করিবে এবং নিজের সংশোধন করিবে, এরূপ ক্ষেত্রে (জানিয়া রাখ) তিনি পরম ক্ষমাশীল এবং বার বার করুনাকারী।

৫৬। এবং আমরা এইরূপে নিদর্শন সহমূকে বিশদভাবে বর্ণনা করি যেন (সত্য প্রকাশ পায় এবং) অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হইয়া যায়। (ক্রমশঃ)

(তফসীরে সগীর হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

মজলিসের আদব ও সাথীর হক

১। হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি শুনিলাম, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইতেছিলেন :

"সর্বোৎকৃষ্ট মজলিস উহা, যাহা প্রশস্ত ও বিস্তৃত এবং উহাতে লোক খুলিয়া বসিতে পারে।" ['আবু দাউদ, কেতাবুল্-আদব]

২। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "তোমাদের মধ্যে কেহ অন্য কাহাকেও তাহার স্থান হইতে এই উদ্দেশ্যে উঠাইবে না যে, সে যেন নিজে সেখানে বসিতে পারে। প্রশস্ত-অন্তঃকরণ হইবে এবং খুলিয়া বসিবে। এইজন্য হযরত ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর রীতি ছিল যখন কেহ তিনি বসিবার জন্য তাহার স্থান হইতে উঠিত, তিনি তাহার স্থানে বসিতেন না।" ('বুখারী)

৩। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : যখন কোন ব্যক্তি কোন জলসাগাহ্ বা মসজিদ প্রভৃতি হইতে কোন প্রয়োজনে তাহার স্থান হইতে উঠে, ফিরিয়া আসার পর সে ঐ স্থানের অধিকতর হকদার।" ('মুসলিম')

৪। হযরত ইবনে মাসয়ুদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : 'যখন তোমরা তিন জন থাকবে তোমাদের মধ্যে দুই জন পৃথক কানে কানে কথা বলিবে না, যে পর্যন্ত অন্য লোকদের সঙ্গে মিশ্রিত না হইয়া পড়। কারণ ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তি এই বলিয়া দুঃখিত হইতে পারে যে, জানি না তাহারা তাহার নিকট কি বিষয়ে গোপন করিয়াছে।" ('মুসলিম ;)

৫। হজরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি কাঁচা রসুন, কাঁচা পিয়াজ খাইয়াছে, সে মজলিস আমাদের হইতে পৃথক থাকিবে। অর্থাৎ এই সব দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস খাইয়া মজলিস বা জন সংঘে আসিবে না। মুসলিমের রেওয়াতে আছে যে, যে ব্যক্তি কাঁচা রসুন, কাঁচা পিয়াজ বা 'কুরাস' নামক দুর্গন্ধযুক্ত শাক খাইয়াছে, সে আমাদের মসজিদের কাছেও আসিবে না। কারণ, যে জিনিসের দুর্গন্ধ মানুষ পায়, তদ্বারা ফেরেস্তারাও কষ্ট অনুভব করেন। (বুখারী ;)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের অনুবাদ হইতে

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

"খোদাতায়ালা তোমাদিগকে এমন এক জামাতে পরিণত করিতে চাহেন যেন তোমরা জগতের জন্য পুণ্য ও সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিরূপিত হও।"

"আমার সমস্ত জামাত, যাহারা এখানে উপস্থিত আছেন অথবা নিজ নিজ স্থানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলই যেন এই ওসিয়ত (জরুরী নির্দ্দেশ) মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন যে, এই সেলসেলায় দাখিল হইয়া তাঁহারা যে আমার সহিত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এবং মুরিদ সুলভ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই যে, তাঁহারা যেন সৎজীবন, ন্যায়-নীতি, শিষ্টাচার, ও খোদা-ভীতি এবং ধর্ম-পরায়ণতার উচ্চ মার্গে উপনীত হন, এবং কোন প্রকারের উশৃঙ্খলতা, দুষ্কৃতি ও দুশ্চরিত্রতা তাঁহাদের নিকটেও যেন ভিড়িতে না পারে। তাঁহারা যেন পাঁচ ওয়াক্ত বা-জামাত নামাজে পাবন্দ হন, মিথ্যা কথা না বলেন কাহাকেও মৌখিকভাবেও কষ্ট না দেন, কোন প্রকারের দুষ্কর্মে জড়িত না হন, কোনও দুষ্টামী জুলুম ও অশান্তির ধারণাও যেন তাঁহাদের মনে স্থান না পায়। মোট কথা, তাঁহারা যেন প্রত্যেক প্রকারের পাপ, অপরাধ, অকরনীয় কাজ, অশোভনীয় কথা, যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি ও বাসনা-কামনার উত্তেজনা এবং অবৈধ কার্যকলাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকেন, এবং খোদাতায়ালার পাক-দীল, নিঃরীহ, বিনম্র ও বিনয়ী বান্দারূপে পরিণত হন, এবং কোনও বিষাক্ত পদার্থ যেন তাহাদের সত্তায় বিদ্যমান না থাকে। যে রাষ্ট্র বা সরকারের অধীনে তাঁহাদের জান, মাল ও ইজ্জত সংরক্ষিত রহিয়াছে, সেই রাষ্ট্র বা সরকারের প্রতি তাঁহারা যেন আন্তরিক সততা ও নিষ্ঠার সহিত বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকেন। সমস্ত মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি ও মহানুভবতাই যেন তাঁহাদের মূলনীতি হয়, এবং খোদাতায়ালাকে যেন ভয় করেন, এবং নিজেদের জিহ্বা, হস্ত ও অন্তরের ভাব-ধারণাকে প্রত্যেক প্রকারের অপবিত্র ও শৃঙ্খলাভঙ্গকারী নীতি ও পন্থা এবং বিশ্বাসঘাতকতা হইতে রক্ষা করেন, এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামায অত্যন্ত নিয়মানুবর্তিতার সহিত কায়েম রাখেন এবং জুলুম, সীমালঙ্ঘন, আত্মসাৎ, উৎকোচ, অন্যের অধিকার হরণ ও অসঙ্গত পক্ষসমর্থন হইতে বিরত থাকেন, এবং কোন প্রকারের অসৎ সংসর্গে না বসেন।.....

এই সেই সকল বিষয় ও শর্ত, যাহা আমি প্রথম হইতেই বলিয়া আসিতেছি। আমার জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ইহা অবশ্য কর্তব্য, তাঁহারা যেন এই সকল ওসিয়ত (জরুরী নির্দেশ) কার্যকরী করেন এবং আপনাদের উচিত আপনাদের কোনও মজলিস বা আসরে যেন কোন রকম অপবিত্রতা, অশ্লীলতা ও হাসি-বিদ্রুপ সুলভ ক্রিয়া-কলাপ না হয়। আপনারা পবিত্র হৃদয়, পবিত্র প্রবৃত্তি ও পবিত্র চিন্তা সম্পন্ন হইয়া পৃথিবীতে জীবন যাপন

করুন। স্মরণ রাখিও, প্রত্যেক দুষ্কৃতি দমন-যোগ্য নয়। সেইজন্য অবশ্য কর্তব্য, তোমরা যেন অধিকতর সময় ক্ষমা ও উপেক্ষা করার অভ্যাস কর এবং ধৈর্য্য ও সহনশীলতা অবলম্বন কর। কাহারও উপর অবৈধরূপে আক্রমন করিবে না। প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিবে। যদি কোন সময় তর্ক-যুদ্ধ (বহস) কর অথবা কোন ধর্মীয় বিষয়ে কথা-বার্তা হয়, তাহা হইলে নম্র ভাষা ও ভদ্রতা এবং শালীনতার ব্যবহার করিবে। যদি কেহ অজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সালাম বলিয়া সেই মজলিস হইতে শীঘ্র উঠিয়া যাইবে। যদি তোমাদের উপর উৎপীড়ন করা হয়, তোমাদিগকে গাল-মন্দ দেওয়া হয় এবং তোমাদের সম্পর্কে দুর্নাম রটান হয় ও কটু কথা বলা হয়, তাহা হইলে হুঁশিয়ার থাকিবে, যেন অজ্ঞানতার মুকাবিলা অজ্ঞানতার দ্বারা না কর। অন্যথায় তোমরাও তাহাদের ন্যায়ই সাব্যস্ত হইবে। খোদাতায়ালা তোমাদিগকে এমন এক জামাতে পরিণত করিতে চাহেন যেন তোমরা জগতের জন্য পুণ্য ও সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাব্যস্ত হও।" (তবলীগে-রেসালত, ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪২—৫৪)

অনুবাদঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

আল্লাহ্ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারকঃ

এইচ. পি. বি. ল্যাবরেটরীজ

১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও বক্স নং ৯০৯ ঢাকা

ফোনঃ ২৫৯০২৪

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২১)

—হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ,
খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

হযরত আবু আইউব আনসারীর (রাঃ) গৃহে অবস্থান

অতঃপর হযরত রসুলে করিম (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে সবচেয়ে নিকটে কার গৃহ ?" আবু আইউব আনসারী (রাঃ) আগাইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল আমার গৃহ সবচেয়ে নিকটে। আমি আপনার খেদমতের জন্য প্রস্তুত।" অতঃপর মহানবী (সাঃ) বলিলেন, "আপনি বাড়ী যান এবং আমার জন্য একটি কামরা ঠিক ঠাক করুন।" আবু আইউব (রাঃ)-এর গৃহটি দ্বিতল ছিল। তিনি উপরের কামরায় মহানবী (সাঃ) থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু আগন্তুকগণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া হযরত রসুলে করিম (সাঃ) নীচের কামরায় থাকা যুক্তি সঙ্গত মনে করিলেন।

হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি আনসারদের (রাঃ) গভীর ভালবাসা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার ভালবাসা যে কত গভীর ছিল তাহা এই ঘটনা হইতে জানা যায়। হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর কথায় আবু আইউব আনসারী (রাঃ) তো রাজী হইয়া গেলেন যে মহানবী (সাঃ) নীচের কামরায় থাকিবেন। সারারাত্রি স্বামী-স্ত্রী এই চিন্তায় ঘুমাইতে পারিলেন না যে, হযরত রসুলে করিম (সাঃ) তাঁহাদের নীচে শুইয়া আছেন এবং ঐ ছাদের উপর শয়ন করা তাঁহাদের পক্ষে জঘন্য বে-আদবী হইবে। রাত্রে এক পাত্র পানি পড়িয়া যায়। হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) তাড়াতাড়ি তাঁহার নিজের লেপ ঐ পানির উপর বিছাইয়া দিয়া শুকাইয়া ফেলিলেন যাহাতে পানি ছাদের নীচে গড়াইয়া না যায়। সকালে তিনি মহানবী (সাঃ)-এর নিকট যান এবং রাত্রের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। মহানবী (সাঃ) অগত্যা উপরে থাকিতে সম্মত হইলেন। হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) প্রত্যহ খাবার প্রস্তুত করিতেন এবং হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। মহানবী (সাঃ)-এর

খাওয়া দাওয়ার পর যে খাদ্য অবশিষ্ট থাকিত তাহা তাঁহারা সকলে খাইতেন। কিছুদিন পর অন্যান্য আনসারগণও আতিথেয়তায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ফলে হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর নিজের বাসগৃহের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত মদীনাবাসীগণ পালাক্রমে তাঁহার খাবার পৌঁছাইয়া দিতে লাগিলেন।

হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর সম্বন্ধে খাদেম আনাস (রাঃ)-এর সাক্ষ্য

মদীনার এক বিধবার আনাস নামে একমাত্র পুত্র ছিল। তাঁহার বয়স আট কি নয় বৎসর ছিল। তিনি তাঁহাকে হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "হে আল্লাহর রসুল, আপনি আমার এই পুত্রকে আপনার খেদমতের জন্য গ্রহণ করুন।" ঐ স্ত্রীলোক হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ আপন পুত্রকে তাঁহার খেদমতের জন্য উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। তিনি কি জানিতেন যে. কেবল মাত্র তাঁহার পুত্রের খেদমতই গৃহীত হয় নাই। উপরন্তু তাঁহার পুত্র অনন্তকালের জন্য খোদাতায়ালার দরবারে গৃহীত হইয়াছিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর সংসর্গের ফলে ইসলামের একজন মস্ত বড় আলেম হইয়াছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে তিনি বিপুল সম্পত্তিরও মালিক হন। তিনি একশত বৎসরের অধিককাল জীবিত ছিলেন এবং বাদশাহগণের নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, "আমি বাল্যকালে হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর খেদমত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি এবং তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি কখনও কোন শক্ত কথা আমাকে বলেন নাই ও ধমকও দেন নাই এবং কখনও আমাকে এমন কোন কাজের আদেশ দেন নাই যাহা আমার সাধ্যের অতীত।" মদীনায় থাকা কালীন সময়ে একমাত্র আনাস (রাঃ) ই হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর খেদমত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর জীবন আলেক্ষ্যে আনাস (রাঃ)-এর সাক্ষ্য গভীর রেখাপাত করিয়াছে।

মক্কা হইতে হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর পরিবার-পরিজনদের মদীনায় আনয়ন ও মসজিদে নববির ভিত্তিস্থাপন

কিছুদিন পর মক্কা হইতে তাঁহার পরিবার ও পরিজনদের লইয়া আসিবার জন্য তাঁহার আজাদকৃত গোলাম জায়েদ (রাঃ)-কে মক্কায় পাঠান। মুসলমানদের আচনক হিজরত করিবার ফলে মক্কাবাসীগণ হতভম্ভ হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য তাহারা অত্যাচার ও উৎপীড়ন কিছুদিন বন্ধ রাখিছিল এবং মহানবী (সাঃ)-এর ও হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পরিবার-পরিজনদের মক্কা ত্যাগ করার কোন প্রকার বাধা প্রদান করে নাই। ফলে তাঁহারা নিরাপদে মদীনায় পৌঁছিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে হযরত রসুলে করিম (সাঃ) যে জমি ক্রয় করিয়াছিলেন সেখানে তিনি একটি মসজিদের ভিত্তিস্থাপন করেন। অতঃপর তিনি নিজের জন্য ও তাঁহার সাহাবীদের জন্য ঘরবাড়ী নির্মান করেন। ইহাতে প্রায় সাত মাস সময় লাগিয়া যায়।

মদীনার পৌত্তলিকগণের ইসলাম গ্রহণ

হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর মদীনায় আসার অল্পদিনের মধ্যেই মদীনারঅ ধিকাংশ পৌত্তলিক ইসলাম গ্রহণ করেন্। তাঁহাদের মধ্যে কিছু লোক অন্তরে ইসলাম গ্রহণ না করিলেও তাহারা বাহ্যিকভাবে মুসলমাদের দলভুক্ত হইয়া যায়। এই ভাবে সর্ব প্রথম মুসলমানদের মধ্যে মোনাফেকদের একটি দল সৃষ্টি হইয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কিছু লোক পরে সত্যিকার ভাবে ঈমান আনেন, কিন্তু কিছু লোক সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। মদীনাবাসীগণের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিল যাহারা বাহ্যিক ভাবেও ইসলাম গ্রহণ করে নাই। ঐ সকল লোক মদীনায় ইসলামের প্রাধান্য সহ্য করিতে পারিল না এবং তাহারা মদীনা হইতে হিজরত করিয়া মক্কায় চলিয়া যায়। ফলে পৃথিবীতে মদীনাই প্রথম শহরের মর্যাদা লাভ করে যেখানে খোদাতায়ালার এবাদত প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় পৃথিবীতে মদীনা ব্যতিরেকে অন্য কোন শহর বা গ্রাম ছিলনা যেখানে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র এবাদত করা হইত। হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর জন্য ইহা কত বড় আনন্দের বিষয় ছিল এবং তাঁহার সাহাবীগণের দৃষ্টিতে ইহা কত বড় সাফল্য ছিল যে, মক্কা হইতে হিজরত করিবার অল্পদিনের মধ্যেই আল্লাহতায়ালা হযরত রসুলে করিম (সঃ)-এর মাধ্যমে একটি শহরের সকল অধিবাসীকে সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালার উপাসকে পরিণত করিলেন, যাহাদের মধ্যে বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ কোন প্রকার মূর্তিরই পূজা হইত না। কিন্তু এই পরিবর্তন হইতে ইহা মনে করা উচিত নহে যে, মুসলমানদের জন্য শান্তি ও স্বস্তির দিন আসিয়া গিয়াছিল। মদীনার মধ্যে আরবদের এমন একটি দল বর্তমান ছিল যাহারা হযরত রসুলে করিম (সাঃ) এর চিরশত্রু ছিল, বস্তুত এই বিপদের কথা চিন্তা করিয়া স্বয়ং হযরত রসুলে করিম (সাঃ) সতর্ক ছিলেন এবং তাঁহার সাহাবীগণকেও সতর্ক থাকিতে বলিতেন, কোন কোন সময় এমন হইত যে, মহানবী (সাঃ)-কে সারারাত্রি সজাগ থাকিতে হইত। একবার রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত হইয়া তিনি বলিলেন যে যদি কোন ব্যক্তি পাহারা দিতেন তাহা হইলে তিনি শুইয়া পড়িতেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই অস্ত্রের ঝংকার শুনা গেল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কে?" আওয়াজ শুনা গেল, "হে আল্লাহ্‌র রসুল, আমি সাদ-বিন-ওয়াক্কাস। আপনার পাহারা দেওয়ার জন্য আসিয়াছি।" অতঃপর তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। আনসারীগণও এই বিষয়ের প্রতি সচেতন ছিলেন যে, হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর মদীনায় বসবাস করিবার ফলে তাহাদের উপর একটা মহা জিম্মাদারী ন্যস্ত। কারণ তিনি মদীনায় শত্রুদের হাত হইতে নিরাপদ ছিলেন না। মদীনার বিভিন্ন গোত্র নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিলেন এবং প্রত্যেক গোত্রের কয়েকজন করিয়া মহানবী (সাঃ)-এর গৃহ পালাক্রমে পাহারার ব্যবস্থা করিলেন।

বস্তুতঃ মক্কা ও মদীনার জীবনের মধ্যে এই পার্থক্য ছিল যে, মদীনায় মুসলমানগণ খোদাতায়ালার এবাদতের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করিতে পারিতেন।

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২১শে জানুয়ারী ১৯৮৩ মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

বিগত সালানা জলসায় পর্দার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা বিষয় সম্পর্কিত।

বিশ্বব্যাপী আহমদী মহিলাগণ পর্দা পালনের ব্যাপারে যে আমল করিয়াছেন--এই বিষয়ে যে সমস্ত রিপোর্ট পৌঁছিতেছে ঐগুলি খুবই সন্তোষজনক।

এই সকল মহিলাগণের জন্য অন্তর হইতে দোয়া নির্গত হয় যাহারা আনুগত্যের সহিত বয়াতের প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আল্লাহ ও রসুল (সাঃ)-এর নাম সমুন্নতকারী তাহরিককে কবুল করিয়াছেন।

লাজনার উচিত তাহারা যেন এই পরিস্থিতি হইতে পূর্ণ ফায়দা হাসিল করে। নেক হওয়ার জন্য প্রত্যেক নেকীকে অন্য একটি নূতন নেকীতে রূপান্তরিত করা উচিত।

দীনের খেদমতের কাজ এই সকল মেয়েদের উপর সোপর্দ করুন। তাহারা কিভাবে তাহাদের সময়কে উত্তমরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে—এ ব্যাপারে তাহাদেরকে নির্দেশ দিন এবং নেকী করার মধ্যে যে অপার আনন্দ আছে এ সম্বন্ধে তাহাদেরকে অবহিত করুন।

জমাতে আহমদীয়ায়ও বহু সংখ্যক পুরুষ এমন আছে যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের হক আদায় করেনা। তাহারা নিজেদের এছলাহ করুন। অন্যথা তাহাদিগকে জমাত হইতে বহিষ্কার করা হইবে।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুজুর বলেন, বিগত সালানা জলসায় মহিলাদিগের নিকট ভাষণ দেওয়ার সময় তাহাদের মনোযোগ পর্দার দিকে আকর্ষণ করার জন্য আল্লাহ্তায়ালা আমাকে তৌফিক দান করিয়াছিলেন। ইহার ফলে কেবলমাত্র পাকিস্তানে নয় বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও আল্লাহর ফজলে ও করুণায় আহমদী মহিলাগণের পর্দা পালনের ব্যাপারে যে সমস্ত রিপোর্ট পৌঁছিতেছে—ঐগুলি খুবই সন্তোষজনক। এই সমস্ত রিপোর্ট পাঠ করিলে হৃদয় হাম্‌দ ও শোকরে পূর্ণ হইয়া যায়। এই সমস্ত

মহিলাগণের জন্য অন্তর হইতে দোয়া নির্গত হয় যাহারা আল্লাহ ও রসুল (সাঃ)-এর নাম সমুন্নতকারী তাহরিককে আন্তরিকতার সহিত কবুল করিয়া বয়াতের প্রতিজ্ঞাকে বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিয়াছেন। তাহারা অসাধারণ কোরবাণী প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিভিন্ন জামাতের কর্মকর্তাগণের নিকট হইতে এবং এই সমস্ত মহিলাগণের নিকট হইতেও অনেক চিঠি আসিতেছে যাহারা নিজেদের গাফিলতির জন্য আল্লাহতায়ালার হুজুরে এস্তেগফার করিয়াছে এবং বড়ই দরদের সংগে তোওবা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে ইন্‌শাল্লাহ তাহারা ইসলামের প্রতিটি শিক্ষা পালনে সম্পূর্ণরূপে কর্তব্যরত থাকিবে।

এই সমস্ত চিঠি এইরূপ আশ্চর্য্যজনক হৃদয়াবেগ ও বৈশিষ্টে পূর্ণ যে এইগুলি পাঠ করার পর আল্লাহতায়ালার হুজুরে এই সকল মহিলাগণের জন্য অন্তর হইতে দোয়া নির্গত না হওয়া অসম্ভব। এ সমস্ত চিঠিতে কোন কোন ঘটনা এমনও বর্ণনা করা হইয়াছে যে যাহা হইতে জানা যায় যে গায়ের জামাত সোসাইটির উপরও এই তাহরিকের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব পড়িয়াছে, এবং তাহারা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে আজ যদি কোন জামাত ইসলামী মূল্যবোধকে জীবিত রাখিয়া থাকে তাহা হইলে উহা হইল আহ্‌মদীয়া জামাত।

একটি চিঠিতে এই কথাগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে যাহাতে একটি হৃদয়গ্রাহী ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন মেয়ে যাহারা পূর্বে পর্দা করিতনা এই তাহরিকের ফলশ্রুতিতে তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ার ফজলে আশ্চর্য্যজনক পরিবর্তন সংঘঠিত হইয়াছে। আরও একটি পরিবারের মেয়েরা যাহারা পর্দা পালন করে তাহারা যখন নিজদের গায়ের আহমদী বান্ধবীগণের নিকট এই ঘটনাগুলি শুনাইল এবং এই উদাহরণগুলি বর্ণনা করিল তখন তাহাদের মাতা লিখিল যে ইহাদের মধ্যে দুইটি মেয়ে আবেগাপ্লুত হইয়া বলিয়া উঠিল আফসোস আমরা কেন আহমদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলাম না।

বাস্তবিকপক্ষে আজ আহমদী মহিলাগণ আহমদীয়াতের ইতিহাসে একটি নুতন স্বর্ণময় অধ্যায় যোগ করিয়া দিতেছে। যেমন কোন কোন সময় বৃষ্টির মধ্যে পথ অতিক্রম করার সময় মনে হয়না যে আমরা বৃষ্টির মধ্যে চলিতেছি—তেমনি ধারায় কোন কোন ইতিহাস সৃষ্টিকারী যুগ এমন হইয়া থাকে যে ঐ যুগ অতিক্রম করার সময়ও মানুষ সম্পূর্ণ অনুধাবন করিতে পারেনা যে তাহারা কিরূপ মহান ঐতিহাসিক যুগ অতিক্রম করিতেছে। হাঁ, যখন পরবর্তী-কালে ঐতিহাসিকগণ এই সকল ঘটনা দুর হইতে লক্ষ করেন তখন তাহাদের হৃদয় এইগুলি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং যখন তাহারা এই জাতিকে দুর হইতে এক বিশেষ মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত দেখেন তখন তাহাদের কলম এই জাতির ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে।

কিন্তু ধর্ম্মভিত্তিক জাতি যখন নিজেদের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজন করে অথবা পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত অধ্যায়কে পুনরায় জীবিত করে তখন তাহাদের দৃষ্টি কোন মানুষের প্রশংসার উপর নিবদ্ধ হয় না। তাহারা এই সকল ব্যাপারের উর্ধ্বে থাকে যে পৃথীবি প্রথমে তাহাদের সম্বন্ধে কি ভাবিত এবং এখন কি ভাবে। তাহারা এই কথাও ভাবেনা যে ভবিষ্যত ঐতিহসিক-

গণ তাহাদিগকে কি দৃষ্টিতে দেখিবে এবং তাহাদের কলম হইতে কি প্রশংসাগীতি বাহির হইবে। তাহাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র স্বীয় রহিম ও করিম রবের রহমত এবং তাঁহার প্রেমের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং তাহাদের জন্য উহাই যথেষ্ট।

অতএব স্বীয় রবের হুজুরে গিরিয়াজারীর সহিত সদাসর্ব্বদা আমাদের এই আবেদন করা উচিত যে আমাদের সমস্ত সৎকার্য্য যেন তাঁহার সন্তুষ্টির জন্যই হয় যাহা আমরা তাঁহার ফজলেই সম্পাদন করার তৌফিক লাভ করিয়া থাকি। যদিও পৃথিবীর আইন চলিতে থাকিবে এবং পৃথিবী আমাদের প্রশংসায় মুখর হইয়া যাইবে, কিন্তু এই প্রশংসার একবিন্দু পরোয়া করাও আমাদের উচিৎ নয়। আমাদের সমস্ত মনোযোগ স্বীয় রবের সন্তুষ্টিলাভের প্রতি নিবদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা তাঁহার মহব্বত ও ভালবাসার একটি মাত্র দৃষ্টি মানুষের এই দুনিয়াকে সুন্দর ও সুশোভিত করিয়া দেয় এবং তাহাদের পরকালও সুন্দর ও মনোরম হইয়া যায়।

অতএব আহমদী মহিলাগণেরও সদা সর্ব্বদা ইহাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত যে তাহাদের কাজের উপর সমাজের প্রতিক্রিয়া কি উহার প্রতি তাহারা দৃষ্টিপাত করিবেনা এবং এই কথারও তাহারা পরোয়া করিবেনা যে তাহাদের স্বামীরা ভাইয়েরা, বোনেরা তাহাদেরকে কি অবস্থায় দেখে এবং এই কথারও তাহারা পরোয়া করিবেনা যে জামাতের অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে ভাল বলে কি বলেনা। তাহারা এই বিশ্বাসের সহিত জীবিত থাকিবে যে যে কাজ তাহারা কেবল খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করিয়াছে ইহার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌র ভালবাসার দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িতেছে। এবং যে ব্যক্তির উপর খোদার ভালবাসার দৃষ্টি পড়িয়া যায় সে কখনও বিনষ্ট হয় না। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন যেন কেবল তাঁহারই মহব্বতে নিমগ্ন থাকিয়া কেবল তাঁহারই সন্তুষ্টির জন্য পূর্বের তুলনায় আরও অধিক অগ্রসর হইয়া পুণ্যকাজের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

এই প্রসংগে আমি এইরূপ আরও দুইটি কথা বলিতে চাই যাহার মধ্যে একটির সম্পর্ক লাজনার ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত এবং দ্বিতীয়টির সম্পর্ক পুরুষগণের সহিত। লাজনার ব্যবস্থাপনার উচিত যে তাহারা যেন এই পরিস্থিতি হইতে পূর্ণ ফায়দা উঠায়।

সত্য ইহাই যে নেকী কোন গন্তব্যস্থলের নাম নয় বরং ইহা এক সফরের নাম। কোন অবস্থানকে নেকী বলা হয় না। কাজকে নেকী বলা হয়। ইহা ঐ সময় পর্য্যন্ত নেকী থাকে যতক্ষণ চলমান অবস্থায় থাকে। যেখানে উহা দাঁড়াইয়া পড়ে সেখানে উহা নেকী নাম হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে এবং নেকীর প্রশংসা হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। অতএব প্রত্যেকটি নেকীকে অন্য একটি নেকীতে রূপান্তরিত করা উচিত এবং প্রত্যেকটি সৌন্দর্য্য হইতে অন্য একটি নূতন সৌন্দর্য্যের জন্মলাভ করা উচিত।

এই জন্য জামাতী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ইহাই যে প্রত্যেকটি এইরূপ হৃদয় যাহার মধ্যে কিছুটা পবিত্র পরিবর্তনের সৃষ্টি হইয়াছে উহাদের জন্য তাহারা যেন নেকীর পথ সহজ করিয়া দেয় এবং ভবিষ্যতে আরও নেকী করার জন্য যাহাতে এইরূপ ব্যক্তি আরও অগ্রসর হইতে

পারে এই ব্যাপারে তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করা উচিত এবং সাহায্য করা উচিত। ঐ সমস্ত আহ্‌মদী মেয়েরা ও মহিলাগণ যাহারা পর্দার ব্যাপারে নেক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের হৃদয়ে বিশেষ করিয়া এই সময় নেক কাজের আহ্বান কবুল করার জন্য উপকরণ সৃষ্টি হইয়াছে। এবং তাহাদের মনোযোগ এখন তাহাদের রবের দিকে রহিয়াছে। এবং তাহারা এই ধারায় স্বাদ লাভ করিয়াছে যে আমরা খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছি। অতএব এখন যদি লাজনা ইমাউল্লাহ্ তাহাদিগকে আরও অধিক কোরবানীর পথ দেখায় এবং তাহাদের তরবিয়তের ব্যবস্থা করে এবং নেক কাজে তাহাদিগকে নিজেদের সহিত যুক্ত করিয়া নেয় তাহা হইলে ইনশাআল্লাহ্ এই একটি নেকী ভবিষ্যতে দশটি নেকীর সৃষ্টি করিবে। এবং ঐ দশটি নেকী ভবিষ্যতে শত শত নেকীর সৃষ্টি করিবে।

বস্তুতঃ কোন ব্যক্তিকে নেক কাজের সহিত যুক্ত করার অর্থ হইতেছে তাহার উপর খুব বড় এহসান করা। এইদিক হইতে জামাতের সকল ব্যবস্থাপনা এই জন্য দায়ী যে অধিক হইতে অধিক সদস্যকে কেবলমাত্র নেক কাজের দিকে আহ্বান করা হইবে না বরং তাহাদের উপর দায়িত্ব অর্পন করার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কেননা দায়িত্ববোধও ব্যক্তিগত তরবিয়তে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি অতীতের দুইটি বংশকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন যাহারা জামাতে আহ্‌মদীয়ার ব্যবস্থাপনা কায়েম হওয়ার পর জন্মলাভ করিয়াছে তাহা হইলে নিঃসন্দেহে আপনি একথা বলিতে পারিবেন যে হাজার হাজার আহমদী মহিলা ও পুরুষ এইরূপ আছে যদি তাহারা দায়িত্বপূর্ণ কাজ হইতে পৃথক থাকিত এবং যদি তাহাদের উপর এই কাজ ন্যাস্ত না করা হইত তাহা হইলে তাহাদের তরবিয়তের অবস্থা বর্তমানের তরবিয়তের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইত। সত্য ইহাই যে জামাতের যত কর্মীবৃন্দ রহিয়াছেন তিনি সেক্রেটারী মাল হোন, তিনি প্রেসিডেন্ট হোন, তিনি জয়ীম হোন, তিনি কায়েদ হোন, অথবা লাজনার সেক্রেটারী হোন, তাহারা সকলে এই কথার সাক্ষী যে যদি তাহাদের উপর জামাতী দায়িত্বের বোঝা না দেওয়া হইত তা হইলে তাহাদের ব্যক্তিগত তরবিয়তের অবস্থা বর্তমান তরবিয়ত হইতে নিশ্চয় ভিন্নতর হইত।

বাস্তবিকপক্ষে নেক কাজ করার তৌফিক লাভ করা এবং নেক কাজ করানোর তৌফিক লাভ করা এই দুইটি পৃথক পৃথক বস্তু। যখন লাজনা তরবিয়ত করে তখন নেক কাজ করার তৌফিক লাভ করে এবং যখন অন্যদের দ্বারা কাজ করাইয়া নেয় তখন নেক কাজ করানোর তৌফিক লাভ করে। যে ব্যক্তি নেক কাজ করানোর জন্য স্বীয় সময়ের কোরবানীর স্বাদ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে সে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে রুহানী ময়দানে উন্নতি করিতে থাকে। অতএব লাজনার উচিত যে এই সকল মেয়েদের স্কন্ধে দীনের কাজ সোপর্দ করেন, তাহাদের সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে বলেন, তাহাদেরকে নেক কাজ করার স্বাদ গ্রহণের ব্যাপারে অবহিত করেন এবং তাহাদের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দায়িত্ব অর্পন করেন যাহাতে তাহাদের এই ধারনা না জন্মায় যে তাহারা এক শ্রেণীর লোক এবং লাজনার ওহুদেদারগণ অন্য শ্রেণীর

লোক। তাহারা হুকুম দেওয়ার মালিক এবং আমরা হুকুম পালন করার নিমিত্ত রহিয়াছি। বরং তাহাদিগকে প্রত্যেক নেক কাজে শামিল করানো উচিত।

বস্তুতঃ লাজনার কাজ এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ঐ গুলি সমাধা করা লাজনার কতিপয় ওহুদেদারের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই জন্য তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনেই আরো অধিক কর্মীর প্রয়োজন। অতএব এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে গিয়া যদি তাহারা তাহাদের কাজের পরিধি বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং এই সকল মেয়েদেরকে ছোট ছোট দায়িত্ব ভাগ করিয়া দেয় তবে আমার বিশ্বাস যে ইনশাআল্লাহ্‌তায়ালা লাজনার কাজে বরকত হইবে এবং এই মেয়েদের সারা জীবনই সমুজ্জল হইয়া যাইবে।

আমাদের এই মেয়েরা এমন একটি ফয়সালা করিয়াছে যাহার ফলশ্রুতিতে তাহাদের সোসাইটির মোড় পরিবর্তন হইয়া যাইবে। কেননা যে সকল মেয়েরা স্বাধীন সোসাইটিতে যাতায়াত করিত। তথায় তাহারা কিছু সময় অতিবাহিত করিত। তথায় তাহারা মনের খোরাক লাভ করিত। তাহারা যখন খোদার খাতিরে মুখ ফিরাইয়াছে আমাদের কর্তব্য যে আমরা যেন তাহাদের জন্য অধিক করিয়া উৎকৃষ্টতর আনন্দের উপকরণ সৃষ্টি করি এবং তাহাদিগকে তাহাদের সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে বলি। অতএব লাজনা এমাউল্লাহ্‌ যদি সারা পৃথিবীতে একটি বাকায়দা স্কীমের মাধ্যমে এই সকল মেয়ে ও মহিলাদেরকেও যাহারা অসাধারন সংকল্প সাহস ও মনোবলের সহিত নিজেদের জীবনের পরিবর্তন আনয়ন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে স্বাগতম জানায় এবং তাহাদিগকে জমাতী ব্যবস্থাপনার সংগে যুক্ত করে এবং তাহাদের নিকট হইতে খেদমত আদায় করে এবং তাহাদিগকে বলে যে জীবনের আসল স্বাদতো দ্বীনের খেদমতে নিহিত রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে আমি আশা করি, ইনশাআল্লাহ্‌তায়ালা জামাতের ভবিষ্যতের জন্য এই পদক্ষেপ বাবরকত প্রমাণিত হইবে।

পুরুষদেরকে এই কথা বলিতে চাই যে মহিলাদের পর্দার শিক্ষা এই জন্য নয় যে তাহারা পুরুষদের গোলামে পরিণত হইবে। খোদাতায়ালা মহিলাদিগকে নিজেদের সৌন্দর্যের হেফাযত করার নিমিত্ত এই জন্য তাগিদ দেন নাই যে তাহাদিগকে পুরুষদের দাসী বানাইয়া দেওয়া হোক; বস্তুতঃ খোদার দৃষ্টিতে পুরুষ এবং নারীর অধিকার সমান। কিন্তু যেহেতু তাহাদের সৃষ্টিতে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান এবং তাহাদের সৃষ্টির প্রয়োজন কিছুটা ভিন্ন, এই জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে কোন কোন দায়িত্বে পরিবর্তন করা হয় এবং শিক্ষার কোন কোন অংশ এই পার্থক্যের দরুন ভিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে অধিকারের প্রশ্ন জড়িত, সেখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এক বিন্দুও পার্থক্য নাই।

কিন্তু ইহা দেখিয়া আমার দুঃখ হয় যে সমাজে কুপ্রভাবের ফলে আহ্‌মদীয়া জামাতেও অনেক জালেম পুরুষকে দেখা যায়। তাহারা নিজেদের স্ত্রীদিগের হক আদায় করে না। তাহারা মনে করে যে মহিলাদের কাজ শুধু এই যে তাহারা শুধু সন্তান জন্ম দেওয়ার নিমিত্ত

যন্ত্র বিশেষ এবং তাহাদের জন্য সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিবে ও সকল প্রকার মছিবত সহ্য করিবে এবং উঃ পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না। এতদসত্যেও যদি তাহাদের বিরুদ্ধে সামান্য অভিযোগের কারণ সৃষ্টি হয় তাহা হইলে মহিলাদেরকে মারার অধিকার আছে বলিয়াও তাহারা মনে করে। এইরূপ বহু উদাহরণ সামনে আসিয়া আমার হৃদয়কে চরম কষ্ট দিতেছে।

ইদানিং লাহোরে মহিলাদের একটি প্রশ্ন-উত্তর মজলিস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে মহিলাদের নিকট হইতে প্রশ্ন আহ্বানের সুযোগ দান করা হইয়াছিল। একজন মহিলাও প্রশ্ন করিলেন "নারীদেরকে কি পুরুষদের জুতা হিসাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে?" এই মহিলার প্রশ্নে বড় বেদনা ছিল। আমার কষ্ট অনুভব হইল যে যে কথা এই মহিলা বলে নাই ঐ অবাক্ত কথাও তাহার এই প্রশ্নের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। তাহাকে আমি বলিলাম যে এই অর্থে পুরুষেরা মহিলার জুতার নীচে যে আল্লাহ্‌তায়ালা মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত রাখিয়াছেন। এইজন্য তুমি যাহা বুঝিয়াছ ভুল বুঝিয়াছ। কিন্তু আমি জানি কেন তুমি এই প্রশ্ন করিয়াছ।

পৃথিবীতে এইরূপ কিছু হতভাগ্য রহিয়াছে যাহারা পায়ের নীচে জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নামকে গ্রহণ করে। স্ত্রীদের হক আদায় করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে তাহারা নিজেরাই জালেম হইয়া যায়। বরং তাহাদের কাজের ধারা পৃথিবীর সম্মুখে ইসলামকেও একটি জুলুমের ধর্ম হিসাবে পেশ করে। এই খারাপ উদাহরণগুলো এতো অধিক সংখ্যায় ইসলামের দুর্নামের উপকরন যোগাইয়াছে যে বহির্বিশ্বে ইহাই নাম করা হয় যে কেবল পুরুষদের শাসন ও প্রভুত্বের অপর নাম ইসলামী সভ্যতা এবং মেয়েদেরকে চরম লাঞ্ছিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য করাই ইসলামী সভ্যতা। অমুসলমানেরা ইসলাম বলিতে বুঝে শৃঙ্খল রছুম রেওয়াজের শৃংখল এবং অত্যাচার ও অবিচারের শৃংখল যাহার সাহায্যে মুসলমান নারীদের বাধ্য হয় এবং পুরুষরা তাদের উপর রাজত্ব করে।

পাশ্চাত্যবাসীর হৃদয়ে এই ধারনা অবশেষে কেন জন্মলাভ করিল? ইহা ঠিক যে ইসলামের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের ইতিহাস বহুলাংশে এই ধারনা জন্মাইবার জন্য দায়ী। কিন্তু এই অন্ধকার যুগতো অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এখনতো আলোর যুগ আসিয়া গিয়াছে। এখনতো ইসলামের মর্য্যাদার খাতিরে, ইসলামের শান উচু করার খাতিরে এবং ইসলামের দ্রুত উন্নতির খাতিরে আহমদীয়াতের সূর্য্য উদিত হইয়াছে। অতএব ধর্ম্মীয় দৃষ্টিভংগীর দিক হইতেও অন্ধকার যুগ খতম হইয়া গিয়াছে। এবং জাগতিক দৃষ্টিভংগীর দিক হইতেও আমরা এখন এমন যুগে প্রবেশ করিয়াছি যে এই জাতীয় ধ্যান-ধারনা গল্প ও কাহিনীরূপেই থাকিয়া যাইবে। সর্বত্রই নারীগণ জাগিয়া উঠিতেছে এবং নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে দাবী দাওয়া তুলিতেছে।

অতএব এই যুগও যদি জুলুম অত্যাচারের এইরূপ উদাহরণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত লোক অত্যন্ত হতভাগ্য যাহাদের দরুন আজ যখন ইসলামের চেহারা হইতে কলংকের দাগ দুর করার সময় তখন তাহারা ইসলামের চেহারায় নতুন দাগ লাগাইতেছে।

কোন কোন পুরুষের এই দুর্ভাগ্য শুধু পাকিস্তান ও ভারতের জামাতগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং পৃথিবীর অন্যান্য জামাত সমূহ হইতেও এইরূপ বেদনাদায়ক দুঃখ-কষ্টের উদাহরণের খবর পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে বহুলাংশে পুরুষরাই অপরাধী। সুতরাং আমি আমার সফরকালীন সময়ে কোন একটি কমিশন গঠণ করিয়াছিলাম। কেন পারিবারিক ব্যাপারে এহেন দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি হয়—এই অবস্থার অনুসন্ধান করিয়া কমিশন আমার নিকট রিপোর্ট প্রদান করিবে। এই কমিশন যারা বড়ই দায়িত্বশীল ছিল আমাকে রিপোর্ট দিয়াছে যে তাহাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষরাই কমবেশী দায়ী।

পুরুষগণের এই জাতীয় কর্মফলের দরুন যদি নারীগণ স্বাধীনতার দিকে অর্থাৎ ইসলামের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং পুরুষদের এই জালেমী কর্মের বিরুদ্ধে যদি নারীগণ এই জাতীয় বিদ্রোহ করে যে ঐ বিদ্রোহ পরিণামে ইসলামের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ হইয়া যায় তাহা হইলে এই সকল পুরুষকে খোদার হুজুরে জবাবদিহী করিতে হইবে এবং জিম্মাদার হইতে হইবে।

অনুসন্ধানের পর যে সমস্ত ঘটনা অবহিত হওয়া গেল তাহাতো এক বেদনাময় পুস্তক। ইহা মওকাও নয় এবং আমার সময়ও নাই যে আমি এই সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করি। কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দিতেছি যাহাতে আপনাদের ধারণা হয় যে এই পৃথিবীতে এই যুগেও পুরুষরা নারীদের উপর কিরূপ জুলুম করিতেছে।

অনেক দিনের কথা। তখন আমি রাবওয়ার মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ ছিলাম। এক সময় আমার নিকট খবর পৌঁছিল যে সেনাবাহিনীতে কর্মরত কোন এক আহমদী যুবক ছুটিতে আসিয়া নদীতে গোসল করার সময় ডুবিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানের পরও তাহার মৃতদেহ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আমিও ঐ স্থানে গেলাম এবং মৃতদেহ খুঁজিতে চেষ্টা করিলাম। অবশেষে ঐ যুবককে একটি চটানের নীচে আটকাপড়া অবস্থায় দেখা গেল। সুতরাং আমি তাহার বগলে হাত দিয়া তাহার লাশকে ঐ স্থান হইতে বাহির করিলাম। এই ঘটনা বড়ই মর্মান্তিক ছিল। কিন্তু এই ঘটনার সুত্রপাত হইল যাহা এখন আমার দৃষ্টিতে আসিয়াছে। এই ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী বড়ই দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা ভারাক্রান্ত অবস্থার মধ্যে নিজের এক এতিম মেয়েকে লালন-পালন করেন। স্কুল শিক্ষয়ীত্রি নিযুক্ত হইলেন। অনেক কোরবানী করিলেন। দুঃখ-কষ্টের একটি লম্বা যুগ বড়ই ছবরের সংগে অতিবাহিত করিলেন। এবং অনেক কিছু সঞ্চয় করিলেন শুধু এই জন্য যে মেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই মেয়ের বিবাহ হইল এইরূপ এক হতভাগ্য ব্যক্তির সংগে যে দাবী করিল তাহাকে বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে যাহাতে সে তাহার জীবনকে সুন্দর করিতে পারে। এই মেয়ের মা সারা জীবন যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল সবকিছু বিক্রয় করিয়া তাহার বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করিল। অতঃপর সে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশে প্রস্থান করিল এবং ধীরে ধীরে সম্পর্ক ছিন্ন করিল। অতঃপর জানা গেল যে সে ফিরিয়া

আসিয়াছে। কিন্তু নিজের ঠিকানা কাহাকেও জানাইল না। যেমন মা বৈধব্যের জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল তেমনই তাহার মেয়েও স্বামীর জীবদ্দশাতেই এক প্রকারের বিধবার জীবন যাপন করিতেছে। এবং তাহার একটি ছেলেও আছে।

ইহা এইরূপ ঘটনা নয় যাহার সম্বন্ধে মানুষ এই কথা বলিতে পারে যে এইরূপ দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। এক বংশের পর অন্য বংশকে অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টের শিকারে পরিণত করা চরম ধূর্ততা এই ধূর্ততার অজুহাত যাচাই হোক না কেন তা আল্লাহতায়ালাই উত্তমরূপে জানেন। কিন্তু এই ধরণের ঘটনা যে সমাজে ঘটিয়া থাকে তাহা ঐ সমাজের জন্য সংক্রামক ব্যাধি। অতঃপর এই সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারলাভ করে এবং ইহার যন্ত্রণা দূর-দূরান্তে অনুভূত হয়।

আমাদিগকে তো সারা পৃথিবীর সম্মুখে সর্বোত্তম ইসলামী সোসাইটির দৃষ্টান্ত পেশ করিতে হইবে। শিক্ষা-দীক্ষার ময়দানে আমরা যতই উন্নতিলাভ করি না কেন এবং ইসলামী আহ্‌কামের ফিলসফি সম্বন্ধে যতই মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করিনা কেন, যতক্ষন পর্যন্ত আমরা আমাদের বক্তব্যের অনুকূলে আমাদের আমলী নমুনা পেশ না করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কথায় পৃথিবীতে কোন প্রভাব সৃষ্টি হইবে না। এই জন্য যখনই বহির্বিশ্বে আমার ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ হইয়াছে, সর্বদা বিনা ব্যতিক্রমে এই প্রশ্নই আমাকে করা হইয়াছে যে যাহা কিছু আপনি বলিতেছেন তার সব কিছুই ঠিক। কিন্তু ইহার আমলী নমুনা তো দেখান। যদিও এই শিক্ষা খুবই সুন্দর, কিন্তু যদি ইহা আমল করার যোগ্যই না হয় তাহা হইলে এই শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদিগকে কি শুনাইতে চান?

কেবল বিহির্বিশ্বে নয়, বরং সম্প্রতি লাহোর সফরে বিভিন্ন ফেরকার লোকদের সংগে আলাপ-আলোচনা চলাকালীন সময়ে যখন আল্লাহতায়ালার ফজলে একদল লোক জামাতে আহমদীয়ার দৃষ্টিভংগী দ্বারা প্রভাবান্বিত হইল তখন তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি এই প্রশ্ন করিল যে আপনি ইসলাম সম্বন্ধে যে ধ্যান-ধারনা পেশ করিলেন তাহা খুবই সন্তোষজনক এবং মনোযোগ আকর্ষণকারী। কিন্তু পৃথিবীতে এই ধ্যান-ধারনার কোন আমলীরূপ দেখিতে পাওয়া যায় কি? যদিও পৃথিবীতে কোটি কোটি মুসলমান বাস করে, কিন্তু ক্ষুদ্র একটি বস্তিতেও যদি এই ধ্যান ধারণার কোন আমল দেখিতে না পাওয়া যায় তাহা হইলে কি ভাবে আপনি বিশ্ববাসীকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাইবেন? যে বিষয় সম্বন্ধে এই আলোচনা চলিতেছিল ইহার কিছুটা নমুনা আল্লাহতায়ালার ফজলে রাবওয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আমি তাহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলাম যে যদিও সারা পৃথিবীতে আমাদের উপর অসীম দায়িত্ব ন্যাস্ত রহিয়াছে এবং ইচ্ছা থাকা সত্বেও আমরা সমস্ত মানবাধিকার আদায় করার ক্ষমতা রাখিনা, তথাপি যে সকল কথা আমরা বলি উহার কিছুটা নমুনা আপনারা রাবওয়ায় দেখিতে পাইবেন। আমি তাহাদিগকে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিলাম এবং তাহারা খোদাতায়ালার ফজলে সন্তুষ্ট হইয়া গেল।

কিন্তু ইসলামী সমাজে নারীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে এই কথাই বলিতে হইবে, যতদিন আমরা অসাধারনরূপে পবিত্র এবং সুখী ও জান্নাতী সমাজ তৈরী করিতে না পারিব ততদিন পৃথিবী আমাদের এই শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিবে না। পৃথিবীর নারী সম্প্রদায়কে এই কথা বুঝিতে হইবে যে আহমদী নারীরা অধিক সুখী এবং অধিক সন্তুষ্ট। তাহাদের গৃহে জান্নাত আছে। তাহাদের পায়ের নীচে জান্নাত আছে। ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকেও তাহারা জান্নাতের পয়গাম দিতেছে এবং বর্তমান বংশধরদেরকেও জান্নাতের দিকে আহ্বান জানাইতেছে। পায়ের নীচে জান্নাত কথাটার এক অর্থ এই যে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তাহারা এইরূপ জান্নাতী উপকরণ রাখিয়া যাইতেছে যে তাহাদের পবিত্র বংশধরদেরকে দেখিয়া মানুষ এই সকল মা'দের ছালাম পৌঁছাইবে এবং তাহাদের জন্য রহমতের দোয়া করিবে যে তাহারা বড়ই ভাগ্যবতী মা ছিলেন যাহারা এইরূপ সন্তান জন্ম দান করিয়াছে। অতএব এই দৃষ্টিকোন হইতে পুরুষের উপর স্বাভাবিক দায়িত্ব বর্তায়। পুরুষদের উচিত তাহারা যেন এই দায়িত্ব পালন করে।

ইহা ঠিক যে কোন কোন অপরাধ ও ভয়ানক ধরনের নেজাম ভঙ্গের ফলশ্রুতিতে কোন কোন ব্যক্তিকে বয়কট করা হয় এবং জামাত হইতে বহিষ্কারের শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু আমি মনে করি যে সকল পুরুষ মৌলিক মানবাধিকার পালন করিতে পারে না এবং যাহাদের মধ্যে দয়া ও ভালবাসা নাই তাহারা ইসলামের অনুসারী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। যদি তাহাদের এই ধারনা জন্মিয়া থাকে যে তাহারা নিজ গৃহে জুলুম ও অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম করিয়া এবং হতভাগ্য স্ত্রীদের দুঃখ কষ্ট-দিয়া এবং নিজেদেরকে জুলুমের মেশিনে পরিণত করিয়া ইসলামী অধিকার পালন করিতেছে এবং এই জন্য তাহারা জান্নাতে চলিয়া যাইবে তাহা হইলে ইহা তাহাদের ভ্রান্তিমূলক ধারনা। তাহারা যতই নামাজ পড়ুক না কেন জান্নাতে যাইতে পারিবে না। তাহারা বোকার স্বর্গে যাইতে পারিবে। কিন্তু ঐ জান্নাতে যাইতে পারিবেনা যাহা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর গোলামদের জন্য তৈরী করা হইয়াছে।

আমাদের সমাজের দরিদ্র পরিবারগুলির এমন কতগুলি দুঃখ আছে যাহা আমাদের জীবনের অংশে পরিণত হইয়াছে। বাচ্চা পয়দা হইতেছে। কিন্তু তাহাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নাই। বস্ত্র যথেষ্ট নাই। দেখাশুনা করার ব্যবস্থা পুরাপুরি নাই। তদুপরি গ্রীষ্মকালে মশার উপদ্রবে রাতভর জাগিতে হয়। ইহা ছাড়া রহিয়াছে অসুখ-বিসুখ যাহা তাহাদের নিত্য সংগী। পুরুষরা যদি সৎ ও উত্তম ব্যক্তিও হয় তাহা হইলেও নারীরা এই সমস্ত মছিবতের চাকার নীচে পিষ্ট হয়। সারা দিন পুরুষদের জন্য পাক-সাকের কাজ, বাচ্চাদের দেখাশুনা, তাহাদের ময়লা পরিস্কার করা, সারারাত তাদের জন্য জাগিয়া থাকা, তাদের অসুখ বিসুখের সময় তাদের জন্য অস্থির হওয়া, খেদমত করিতে করিতে রাত্রির পর রাত্রি নিজেদের ঘুম হারাম করিয়া দেওয়া, এবং কোন কোন সময় শান্তির একটি মুহূর্তও অদৃষ্টে না জুটা এ সকল অবস্থার সংগে নারীদের মোকাবেলা করিতে হয়। যদি পুরুষগণ কোমল হৃদয় ও প্রেমিক হয়, তথাপি নারীদের জন্য ইহা বড়ই কঠিন জীবন। খোদা আমাদিগকে

তৌফিক দিন যাহাতে আমরা এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দুর করিতে পারি। কিন্তু আল্লাহ্‌ই জানেন এই সময় আসিতে কত কাল অতিবাহিত হইবে। কিন্তু ইহা কোথাকার মানবতা যে এই সমস্ত দুঃখ-কষ্টের উপরে পুরুষরা জালেমে পরিণত হইয়া আরো একটি লানত যোগ করিয়া দেয় এবং নারীদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে তাহাদের উপর শাসন চালায় এবং তাহাদের উপর বদ্‌জন্নী করে। তাহারা পুরুষদের জন্য বাচ্চা পয়দা করে এবং পুরুষরা বলে যে তোমাদের চালচলন মন্দ। পুরুষরা এইরূপ জালেম ও ধূর্ত যে তাহারা নারীদেরকে কোন মতেই শান্তিতে থাকিতে দেয়না। তাহাদের দেহটাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করে এবং তাহাদের রূহটাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। এইরূপ ব্যক্তিকেতো ইসলামের অনুসারী বলা দুরের কথা মানুষ নামেই অভিহিত করা যায় না। বিশেষ করিয়া যে ইসলাম আহমদীয়াতের মাধ্যমে আজ দুনিয়ার সামনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে উহার অনুসারী বলার প্রশ্নই উঠে না।

সুতরাং এই জাতীয় পুরুষদের আমি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি যে তাহারা নিজেদের এছলাহ করুন। অনুরূপভাবে জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি তাহারা যেন নেগরানী করে যে যদি এই জাতীয় পুরুষদের এছলাহ না হয় এবং তাহারা যদি জুলুম ও ধূর্ততা পরিহার না করে তাহা হইলে তাহাদিগকে জামাত হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকিবেনা। যে ইসলামকে আহমদীয়া জামাত পেশ করে নিশ্চয়ই উহার নেক নমুনা সংগে ধারণ করিয়া চলিবে। অন্যথা আমাদের ভাগ্যে বিজয় আসিবে না। এই সমস্ত বদ্‌নমুনা ব্যক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সংগে বহণ করিয়া চলার ক্ষমতা আমাদের নাই। অতএব যদি তাহারা ইসলামের পাক নমুনা পেশ করিয়া জামাতের সংগে চলিতে চায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা জামাতের সংগে চলিবে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের তৌফিক দিন যেন তাহারা পূর্বের তুলনায় অগ্রসর হইয়া পাক নমুনা পেশ করে। তাহাদের ঘরে এইরূপ স্ত্রীলোক হইবে যাহারা সাক্ষী দান করিবে যে আমাদের স্বামীরা অন্যান্য স্বামী হইতে অধিক রহিম, অধিক প্রেমময় এবং অধিক মহব্বতকারী ও স্নেহময় এবং তাহারা আমাদের প্রতি অধিক খেয়াল রাখে। যদি তাহারা এইরূপ হয় তাহা হইলে আহমদীয়াতের দুর্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু যদি তাহারা আহমদীয়াতের সংগে চলিয়া এইরূপ নমুনা পেশ করে যা দেখিলে ঘৃণার উদ্রেক হয় তাহা হইলে জামাতের ব্যবস্থাপনা তাহাদিগকে পৃথক করিতে বাধ্য হইবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে তৌফিক দান করুন আমরা যেন নারীদের হক্ পূর্ণ মাত্রায় আদায় করি। জামাত এই ব্যাপারে নেগরানী করিবে এবং যতদুর সম্ভব পেয়ার ও মহব্বতের সহিত এছলাহ করার চেষ্টা করিবে। যদি জামাত তাহাদের এছলাহ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে আমাকে লিখিয়া জানাইবে যে অমুক অমুক পুরুষ এইরূপ যাহারা আহমদী হওয়ার অধিকার রাখেনা। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের তৌফিক দান করুন আমরা যেন শীঘ্র সমাজের সমস্ত রোগ দূর করিতে পারি।

খোৎবা সানিয়ায় হুজুর বলেন: খোৎবায় আমি যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি ইহাতে

যে প্রথম বংশ অর্থাৎ বিধবার দুঃখের কথা আছে যাহা তাহার স্বামীর ডুবিয়া যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হইয়াছে ইহার জন্য আহমদীয়া জামাতও আংশিকভাবে দায়ী যে জামাত এ বিধবার দুঃখ দুর করার ও তাহার দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করে নাই। বিধবাদের দেখাশুনা সম্বন্ধে, তাহাদিগকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়া সম্বন্ধে ইসলামে যে শিক্ষা রহিয়াছে যদি আহমদী সোসাইটি এই দিকে মনোযোগ না দেয় ও সম্পূর্ণরূপে বিধবাদের অভিভাবক না হইয়া যায় এবং ইসলামী শিক্ষার কথা বলিয়া তাহাদের ভ্রান্ত চিন্তাধারা দুর করার চেষ্টা না করে এবং তাহাদিগকে সঠিক ইসলামী শিক্ষার সংগে পরিচিত করিয়া তাহাদিগকে উত্তম নেক পুরুষদের সংগে যাহারা এতিমদের খেয়াল রাখিতে পারিবে দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যবস্থা না করে তাহা হইলে এই অবহেলার দরুন প্রথম বংশের দুঃখের জন্য জামাতও আংশিকভাবে দায়ী।

খোৎবাতে আমি এই কথাও বলিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সময় এই কথা খেয়াল হয় নাই। এখন এই কথাও জানিয়া রাখুন যে যেখানেই বিধবা ও এতিম দেখিতে পাওয়া যাইবে সংগে সংগে জামাত তাহাদের দেখাশুনার ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের দুনিয়াবী প্রয়োজন ছাড়াও আখলাকী ও রুহানী প্রয়োজনের দিকেও খেয়াল করিবে।

(আল-ফজল ৩০শে মার্চ ১৯৮৩ইং)

অনুবাদ : **জনাব নাজির আহমদ ভুইয়া**

—০—

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে অম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে।"

['কিস্তিয়ে নূহ্' (আমাদের শিক্ষা) পৃঃ ২২]

শোক সংবাদ

কুমিল্লা জেলার ক্রোড়া জামাতের মুখলেছ আহমদী জনাব আবু জাহের ভূঞা সাহেবের ১ম পুত্র মোঃ ইয়ার আহমেদ ভূঞা বিগত ১০ই এপ্রিল বিকাল ৫-৩০ মিঃ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হসপিটালে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল ২৪ বৎসর। তিনি ক্রোড়া মঃ খোঃ আঃ-এর নায়েম ওয়াকারে-আমল পদে বহাল ছিলেন। তাহার মৃত্যুর স্মরণে ক্রোড়া মজলিসে "জিক্‌রে খায়ের সভা" অনুষ্ঠিত হয়।

তাহার বিদেহী আত্মার মাগফেরাতের ও তাহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সকলের ধৈর্য্য ধারণের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাস ভাবে দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।

দোয়া প্রার্থী—

মোঃ আফজাল হোসেন ভূঞা

সংবাদ

খুলনা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

খুলনা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম সালানা জলসা আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহ ও ফজল ও করমে ২৩শে এপ্রিল ১৯৮৩ ইং রোজ শুক্রবার উক্ত আঞ্জুমানের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত শামিয়ানার নীচে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়. আল-হামদুলিল্লাহ্।

উক্ত জলসায় ঢাকা রাজশাহী, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, উথলী, নাসেরাবাদ (কোলদিয়াড়) ও সুন্দরবন (যোতীন্দ্রনগর) জামাতসমূহ হইতে আগত দেড় সহস্রাধিক আহমদী ভ্রাতা ছাড়াও স্থানীয় বহু সংখ্যক শ্রোতা ও সুধীবৃন্দ যোগদান করেন। প্রথম অধিবেশন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আশরাফউদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে সকাল ৮ ঘটিকায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, ইজতেমায়ী দোওয়া এবং নযম পাঠের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। অতঃপর চেয়ারম্যান জলসা কমিটি জনাব খালেদ হুজ্জাতুল ইসলাম (সাঈদ) এই দ্বীনি ও রুহানী জলসার পবিত্র উদ্দেশ্যাবলী ব্যক্ত করিয়া উপস্থিত সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তারপর কুরআনে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), সীরাতুন্নবী (সাঃ), মালী কুরবানী এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার বিষয়ে, যথাক্রমে মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব (সদর মুরুব্বী), জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ্ সাহেব (ন্যাশনাল কায়েদ, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আঃ), জনাব এ, কে, রেজাউল করীম সাহেব (সেক্রেটারী মাল, বাঃ আঃ আঃ) এবং জনাব শহিদুর রহমান সাহেব (নায়েব নাযেমে আ-লা, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ)।

উক্ত অধিবেশন ঠিক ১১টায় শেষ হইল বেলা ১টার মধ্যে অতি উত্তম ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়া সকল মেহমানকে খাওয়ানোর কাজ সম্পন্ন করা হয়। তারপর জুমার নামায আদায় করা হয়। নামাযের পূর্বে সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এক ঈমানবর্ধক খোৎবা প্রদান করেন।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন ঠিক ২-৩০ মিনিটে জনাব শহিদুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। অতঃপর বরাকাতে খেলাফত, ইমাম মাহদী ও মসীহে মওউদ হযরত আহমদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মোকাম ও মর্যাদা, পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য এবং শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন হেড-মাষ্টার মৌঃ জোনাব আলী সাহেব সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব সদর মুরুব্বী মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব, এবং আল-হাজ্ব জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। অতঃপর সভাপতি সাহেবের মর্মস্পর্শী ভাষণের পর সকরুণ ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় এই মহতী জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার, যাঁর দরবারে বিনীত দোওয়া এই যে, সকল প্রকার বিভ্রান্তিময় অন্ধকার দূর করিয়া সকল শ্রেণীর মানুষকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার আলোকে পবিত্র জীবন লাভে ধন্য হওয়ার তওফিক দান করুন, আমীন।

স্থানীয় জামাতের আনসার, খোদ্দাম, আতফাল এবং কর্মকর্তাগণ মেহমানদের যত্ন এবং জলসার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। জাযাহুমুল্লাহু তায়ালা।

(আহ্মদী রিপোর্ট)

সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

সুন্দরবন জামাত আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ সালানা জলসা আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে ২৪ ও ২৫শে এপ্রিল ১৯৮৩ ইং রোজ রবি ও সোমবার স্থানীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, আল-হামদুলিল্লাহ্‌। ২ দিন ব্যাপী ৩টি অধিবেশনের প্রতিটিতেই প্রায় ৬ সহস্রাধিক লোক সমাগম হয় যাহাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী ছিলেন হিন্দু ও অন্যান্য মুসলমান ভ্রাতারা। ২৪শে এপ্রিল বিকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত সুন্দরবন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর কুরআন করীমের শান ও মর্যাদা, সীরাতুন্নবী (সাঃ) এর সনাতন ধর্ম—ইসলাম, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মর্যাদা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার বিষয়ে সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব (সদর মুরুব্বী), জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ সাহেব (ন্যাশনাল কায়েদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ), আল হাজ্ব জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব (প্রেসিডেন্ট, ময়মনসিংহ জামাত), মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব (সদর মুরুব্বী) এবং জনাব শহিদুর রহমান সাহেব (নায়েব নাজেমে আ-লা, বাঃ মঃ আঃ)। প্রারম্ভে স্থানীয় জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট মতিউর রহমার সাহেব অভ্যর্থনা ভাষণ দান করেন।

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন ২৫শে এপ্রিল সকাল ৮ ঘটিকায় স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। অতঃপর মালী কুরবানী, তরবিয়তে আওলাদ ও এতায়াতে নিযাম বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব শহিদুর রহমান সাহেব, মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব (সদর মুরুব্বী) এবং জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ সাহেব।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন বিকাল ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত জনাব শহিদুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তেলাওয়াতে কুরআন-পাক ও নযম পাঠের পর ওফাতে মসীহ (আঃ), খতমে নবুওত, বারাকাতে খেলাফত, বেদ ও পুরাণে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও হযরত আহমদ (আঃ) এবং সদাকাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব জুনাব আলী সাহেব (হেড মাস্টার সুন্দরবন হাই স্কুল), মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, আল হাজ্ব জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব এবং মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব। অতঃপর সভাপতির ভাষণ এবং ইজতেমায়ী দোওয়ার পর এই মহতি জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। স্থানীয় জামাতের আনসার, খোদ্দাম, আতফাল জলসার ব্যবস্থাপনায় ও মেহমানদের সেবা-যত্নে আন্তরিকভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। জাযাহুমুল্লাহুতায়ালা।

(আহমদী রিপোর্ট)

মুন্সীগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

মুন্সীগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম সালানা জলসা আল্লাহতায়ালার ফজলে ২২ ও ২৩শে এপ্রিল ১৯৮৩ ইং রোজ শুক্র ও শনিবার রমজান বেগে স্থানীয় জামাতের উদ্যোগে সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। আশে-পাশের কয়েকটি জামাত হইতে প্রায় ৭০ জন আহমদী এবং অন্যান্য ভ্রাতাগণ ইহাতে যোগদান করেন। দুই দিন ব্যাপী জনাব এন, এম, আবদুর রউফ (রেকাবী বাজার), ডঃ সিরাজুল ইসলাম সাহেব (রেঃ বাজার) এবং জনাব গোলাম হোসেন সাহেব (প্রেসিডেন্ট মুনসীগঞ্জ আঃ আঃ)-এর সভাপতিত্বে ৩টি অধিবেশনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন সদর মুয়াল্লেম জনাব মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, জনাব হাফেজ সেকান্দর আলী সাহেব (কটিয়াদী), জনাব হাফেজ মোহাম্মদ ইব্রাহীম, জনাব বেনজীর আহমদ, জনাব মসিহুল ইসলাম সাহেবান। সেক্রেটারী মাল জনাব নূরুজ্জামান সাহেব প্রথম অধিবেশনের গোড়াতে অভ্যর্থনাভাষণ দান করেন এবং অনেকে নযম পাঠ করে শোনান। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই রুহানী জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(আহমদী রিপোর্ট)

ন্যাশনাল আমীরের মঞ্জুরী

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অধীন সকল জামাত এবং ভ্রাতা ও ভগ্নির অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, সৈয়্যদনা খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারাম মৌলভী মোহাম্মাদ সাহেবকে ২-৪-৮৩ ইং প্রেরিত পত্রের দ্বারা ন্যাশনাল আমীরের ইলেকশনের মঞ্জুরী দান করেন।
হুজুর উক্ত পত্রে তাঁহাকে লিখেন ঃ

"আল্লাহতায়ালা আপনাকে সুচারুরূপে জামাতের কাজ চালাইয়া যাইতে তৌফিক দান করুন ; সকল কাজে সর্বদা সাহায্য করুন ; সফল করুন। আমীন। ওয়াসসালাম।

খাকসার—

মির্যা তাহের আহমদ

খলিফাতুল মসীহ রাবে'

উল্লেখ্য যে, বিগত ১৮ই মার্চ ১৯৮৩ইং মরকজী বুজুরগানের নেগরানী ও সভাপতিত্বে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আসামে মুসলমানদের গণহত্যায় জামাত আহমদীয়ার উদ্বেগ ও প্রতিবাদ

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় হাই কমিশনার এবং সুইজারল্যাণ্ডে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের সহিত সাক্ষাৎকার এবং টেলিগ্রাম

ইংল্যাণ্ড জামাত আহমদীয়ার একটি প্রতিনিধি দল মিশনারী ইনচার্জ ও ইংল্যাণ্ড জামাত আহমদীয়ার আমীর মৌলানা শেখ মোবারক আহমদ সাহেবের নেতৃত্বে ভারতীয় হাই কমিশনার জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ আহমদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসামে মুসলমানদের পাইকারী হারে হত্যার জন্য কড়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় হাই কমিশনারের সহিত ইহাই ছিল মুসলমানদের সাক্ষাৎকারী প্রথম প্রতিনিধিদল।

হাই কমিশনার জনাব সৈয়দ সাহেব প্রতিনিধিদলটির বক্তব্যসমূহ অত্যন্ত সহানুভূতি ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং তিনি তাহাদের ভাবানুভূতি ও বক্তব্যসমূহ ভারত সরকারের নিকট পেঁাছাইয়া দেওয়ার নিশ্চয়তাদান করেন এবং বলেন যে, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন যে, ধর্মের ভিত্তিতে কাহাকেও যেন দুঃখ-যাতনার শিকার হইতে না দেওয়া হয় এবং সরকারের দৃষ্টিতে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক, সে যে কোন ধর্মের অনুসারী হউক না কেন—সমান ও সমপর্যায়ের অধিকার ভোগ করিবার পূর্ণ হক্ রাখে।

মৌলানা শেখ মোবারক আহমদ মাননীয় হাই কমিশনারকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ভারতে প্রতিটি ধর্মের লোকজন নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও আকীদা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ উপায়ে জীবন যাপনের হক্-অধিকার রাখে এবং এই সকল মানবিক ও মৌল অধিকার সংরক্ষণ করার দায়িত্ব ভারত সরকারের উপর ন্যাস্ত হয়।

জনাব শেখ সাহেব আসাম ছাড়াও হিন্দুস্তান ব্যাপী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সচরাচরে সংঘটিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রতিরোধের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের উপর জোর দেন এবং দাবী জানান যেন মুসলমানদের জান, মাল, ইজ্জত, আবরু এবং মানবিক সম-অধিকার সমূহ সংরক্ষণ করা হয়।

(লণ্ডন আহ্‌মদীয়া বুলেটিন, মার্চ ১৯৮৩ইং সৌজন্যে)

অনুবাদ : **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

তোমরা কোরআন শরীফকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কর এবং উহার সহিত এরূপ প্রণয় ও অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন কর, যেরূপ প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ অন্য কাহারও সঙ্গে নাই। কারণ খোদাতায়ালা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 'সর্ব প্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফেই নিহিত আছে।' এই কথাই সত্য। ধিক ঐ সকল ব্যক্তিকে যাহারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে স্থান দেয়। তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কুরআন শরীফে আছে। (আমাদের শিক্ষা)—**হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)**

আনসারুল্লাহর বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(১) এতদ্বারা সকল স্থানীয় জামাতের আমীর প্রেসিডেন্ট সাহেবগণের খেদমতে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, যে সকল জামাতে এখনো মজলিস আনসার উল্লাহ কায়েম হয় নাই তাহারা ১৫ই মের মধ্যে মজলিস কায়েম করিয়া যয়ীমে আলার মঞ্জুরির জন্য অত্র দফতরে সত্বর প্রেরণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, যে জামাতে তিনজন আনছার রহিয়াছেন সেখানে মজলিস কায়েম হইবে।

(২) সকল বিভাগীয় নাজেম ও জয়ীমে আলা বাংলাদেশ আনসারুল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যে ১৯৮৩ সনের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চের মাসিক রিপোর্ট এখন পর্যন্ত কোন মজলিশ হইতে পাই নাই।

অতএব সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে অতি সত্বর এই তিন মাসের রিপোর্ট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাহারা হয়তো পাঠাইয়াছেন তাহারাও যেন পুনরায় রিপোর্ট প্রেরণ করেন।

খাকসার—মজহারুল হক

জেনারেল সেক্রেটারী, বাঃ মঃ আনসারুল্লাহ

খরমপুর ও ক্রোড়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মতৎপরতা

গত ১১ই মার্চ '৮৩ খড়মপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মসজিদটি কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলে (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)।

এই দুঃখজনক ঘটনার পর এলাকার আহমদীগণ চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত রাখতে সাহায্য করেন। মসজিদটি পুনঃ মেরামতের জন্য স্থানীয় আহমদীগণ এবং ক্রোড়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৫জন খোদ্দাম ২ দিনে ওয়াকারে-আমলের দ্বারা মেরামতের কাজ সম্পন্ন করেন, আল-হামদুলিল্লাহ। (বাঃ মঃ খোঃ আঃ)

শুভ বিবাহ

গত ১৫ই এপ্রিল, ১৩৮৩ বাংলা রোজ শুক্রবার বাদ নামাজ জুম্মা—জনাব প্রফেসর মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব, কেডেট কলেজ, ফৌজদার হাটের একমাত্র কন্যা মোসাম্মৎ মাহ্‌ফুজা খাতুনের শুভ বিবাহ—জনাব সৈয়দ মোবারক আহমদ (মামুন) পিতা জনাব সৈয়দ শামছুল হুদা প্রমত্নে চট্টগ্রাম জুট ম্যানফেকচারিং কোং লিমিটেড, কালুর ঘাটের সহিত ১০১৬১, (দশ হাজার একশত এক টাকা) মোহরানায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রকাশ, জনাব সৈয়দ মোবারক আহমদ (মামুন) সাহেব চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ খাজা সাহেবের কন্যাপক্ষের নাতীন এবং পাত্রী বিরপাইকশাহ আঞ্জুমানে আহামদীয়ার মাষ্টার জনাব জুনাবালী সাহেবের পুত্র পক্ষের নাতি। এই বিবাহ পড়ান চট্টগ্রাম আঞ্জুমানের আমীর জনাব জি, এ, খান সাহেব।

বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তায়ালার খাস ফজল ও রহমত এই নব দম্পতির জীবনের পাথেয় হয়ে থাকে, আমীন। খাকসার—**নুরুদ্দীন আহমদ** (চট্টগ্রাম)

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্‌ মাওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar